রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরাজি অনুবাদ

নরেশ গুহ যখন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ তখন তিনি “THE VISVA-BHARATI QUARTERLY” পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। পত্রিকার পঞ্চাশতম খণ্ডের প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যায় (মে ১৯৮৪ - এপ্রিল ১৯৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা ও গানের ইংরাজি অনুবাদ। অনুবাদগুলি যৌথভাবে করেছিলেন স্বয়ং নরেশ গুহ এবং এ কে রামানুজন। সেই কবিতা ও গানগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। সেই সঙ্গে মুদ্রিত হল পত্রিকার সূচীপত্রের পাতাটি এবং এই অনুবাদ সংক্রান্ত নরেশ গুহর হস্তাক্ষরে লিখিত বক্তব্য।

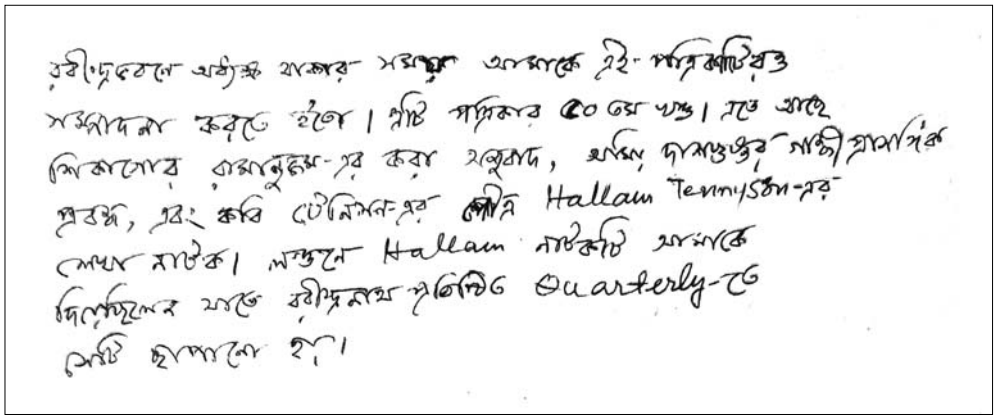

THE VISVA-BHARATI QUARTERLY
Founded by RABINDRANATH TAGORE
VOLUME 50 NUMBERS 1-4 : May 1984 - April 1985
[Published in December 1987]

CONTENT

Eight Poems and Songs of Rabindranath Tagore
Translated by *A K Ramanujan & Naresh Guha* 1

Tagore, Margaret Sanger, Mira Ben :
Their Correspondence *Naresh Guha* 11

The Rationale of Gandhian Economics *A K Dasgupta* 26

The Development and Transfer of Technology :
The Need for New Perspectives for the Universities *Amlan Datta* 35

The Spring of the Beast : A Radio Play *Hallam Tennyson* 45

The Poet and the Raj *Sanat Kumar Bagchi* 94

The Dartington Connection *Peter Cox* 122

Buddhist Themes in Richard Wagner *D Prithipaul* 129

The Story of a Racing Horse by Xu Beihong *Sudhir Sen* 141

Tagore and Gandhi : The Poet and the Pragmatist *David W Atkinson* 151

Visva-Bharati and the Co-operative Principle :
Reflections for Foundation Day *Trevor Ling* 170

Gandhi-Tagore Chronicle : 1901-1948 *Mohitkumar Majumdar & Kshitis Roy* 176

A Bibliography of Writings in the First
Series of Visva-Bharati Quarterly Compiled by *Gaur Chandra Saha* 205

Editor : Naresh Guha
Editorial Assistant : Barun Roy

Eight Poems and Songs of Rabindranath Tagore

Translated by A K Ramanujan and Naresh Guha

The poems (1-4) are from three volumes published during 1940-41, the last year of his life. They are identified by dates and numbers, not titles. The next four are from a vast repertory of nearly 2500 songs for which the poet himself composed music.
These translations attempt close renderings of the original Bengali poems, also printed below, with special attention to tone, sequence, line - lengths, diction and imagery. Rhymes have been avoided though some of the originals are rhymed.

1

Mountain blue and blue of horizon
bind the void and earth with meter of a hymn
the woods bathe in the gold of an autumn sun,
purple bees seek honey in yellow clusters of flowers,
with me in the middle —
that's why the sky claps it's hands so silently all around me.
Sounds and colours become one in my joy today.
Does Kalimpong know this?

Endless time, age after age, collects in its pantry
mountain ranges.
A single day of mine puts on its peak my garland of adoration.
To spread this happy tidings,
a golden song vibrates, unstruck in the morning sky.
Is Kalimpong listening?

25 September 1940 — from *Janmadine* : 14

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ-যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘন্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

2

Somewhere in the universe, age after age,
unforgiveness gathers, intense.
One unseen error in a line, once
in a long while, and the system uproots itself, leaving no trace.
Below the foundations that seemed so firm
earthquakes shake out a dance of destruction.
Numberless herds
on life's arena
moved by limitless energy —
that energy itself was error,
its burden unbearable. So it had to go
No one knows
where, in the system,
unforgiveness piles up
minute by minute.

Defects beyond vision are pierced,
Strong connection strings are snapped;
a suspicion, a particle, of error
closes the paths of return.
Such fierce ruin, damaged by the whole design,
to create, in the end, what has never been before.
Stubborn earth will be ground to powder, barriers will vanish,
sprouts thrust upwards carrying new life.

O Uunforgiving,
Supreme in creation's scheme.
Thorns on the steps of peace
are trampled smooth again and again
by your pounding.

10 November 1940 — from Rogsayyay : 11

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে
সেই শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।
কেহ নাহি জানে
এ বিশ্বের কোনখানে
প্রতিক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।

দৃষ্টির অতীত ত্রুটি করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র করিছে ছেদন,
ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে দুর্গম।
দারুণ ভাঙ্গন এ যে পূর্ণেরই আদেশে
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে,
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।

হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা,
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

3

At dead of night
in a patient's blurred vision
when I suddenly see
your sleepless watching presence,
countless stars
for time without end

seem responsible for my breath.
Then I know
you will go :
the utter stillness of an unfeeling universe
wakes my terror.

12 November 1940 — from *Rogsayyay* - 7

গহন রজনী মাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
মনে হয় যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

4

Brutal night comes silently,
breaks down the loosened bolts of my spent body,
enters my insides,
starts stealing image of life's dignity :
my heart succumbs to the assault of blackness.
The shame of defeat,
the insult of this fatigue,
grow intense.
Suddenly on the horizon,
dawn's banner laced with rays of gold;
from a distant centre of the sky of shout :
"It's a lie, a lie!"
Against the tranquil light of morning
I can see myself as a conqueror of sorrows
standing on top of my fortress, my ruin, my body.

27 January 1941 — from *Arogya* : 7

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,
হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ।
কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।
এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা;
আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে
উঠে ধ্বনি মিথ্যা মিথ্যা বলি।
প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ-দুর্গের শিখরে।

5

So ends a day, so ends a day in a month of rains.*
My mind darkens with anxiety.
the witch of dusk tempts with empty hopes of union.
The deserted night is almost here, my lamp scans the road,
troubles the void with questions.
Nothing stirs in any direction,
the wind wanders, wild, homeless,
hope drowned in dense darkness, sorrowing night seeks a language
in the rhythms of sounding rain,
in the rain-wet smell of *malati* flowers.

*The month of sravana

26 August 1938 — from *Gitabitan* : page 472

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে।।
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে।।
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।
নিবিড়-তমিশ্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—
বৃষ্টিমুখরিত মর্মরছন্দে, সিক্তমালতীগন্ধে।।

6

In my dream you knocked on my door.
I did not O did not wake up.
And you melted into the dark.

On the floor of my sleep, a patter of raindrops,
forest wind trilling with a strum of crickets.
I did not O I did not wake up. The river
flowed on by the woods.

At the second watch of the night, the traveller
with his call of the journey.
Did the *veena* sound, silent so far at the head of the bed?
I do not know.
I did not O I did not wake up.

The scent of the woods surrounded my sleep
from all four corners.

1939 — from *Gitabitan* : page 477

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়।।
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লিঝঙ্কারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে।।
পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে।।

7

Because you and I will marry the sky is full of light,
because you and I will marry the earth is green and flowering,
because you and I will marry
darkness keeps a vigil with the world in her lap
till morning with her bird-voices opens the door in the east.
Hope, my boat, floats down the river of no beginning.

Flowers of how many ages bloom for my tray of offering,
because you and I will marry :
my heart walks this world in age after age,
dressed as a bride choosing her own
in a perennial day of bridegrooms.

30 December 1913 — from *Gitabitan* : page 19

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা।।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।।
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।।

8

With all of me I wait
hoping to be ruined;
looking at the road for him
who would lead me astray.
Himself unseen, he watches—
loving from behind the wall—
my heart is lost
to that deep one's love on the sly.

1910 — from *Gitabitan* : page 307

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে — ভালোবাসে আড়াল থেকে —
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।।

'অহর্নিশ' পত্রিকার সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।